দৈনিক ইনকিলাব

ডকুমেন্টেশন
কেন্দ্র

21 JUN 1988
তারিখ ... 5
পৃষ্ঠা ... কলাম 3

066

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষাঙ্গনে মসজিদ

বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ইতিমধ্যেই ইসলামিয়াত বিষয় বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, ইসলামের মূল প্রেরণা এবং জাতিকে মুসলিম চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য এ ব্যবস্থা সহায়ক ও ফলদায়ক হবে।

'নামাজ' হচ্ছে ইসলামের অন্যতম ভিত্তি। তাই শিক্ষার্থীদের নামাজের জন্য প্রয়োজন নির্দিষ্ট মসজিদের। দেশের বেশীরভাগ শিক্ষাঙ্গনেই আজ পর্যন্ত মসজিদ নির্মিত হয়নি। অথচ 'মসজিদ চাঁদা' না দিয়ে কোন শিক্ষাঙ্গনে ভর্তি বা বেতন দেয়া যায় না। এমনও দেখা যায়, পরীক্ষার সনদপত্র আনতে গেলেও 'মসজিদ চাঁদা' বাধ্যতামূলকভাবে জমা নেয়া হয়।

এছাড়াও স্কুলের মসজিদ নির্মাণের জন্য টাকা সরকারের ফ্যাসিলিটিজ বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত হয়ে থাকে, তবুও অনেক শিক্ষাঙ্গনেই মসজিদ নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হচ্ছে না। হাতেগোনা বিশেষ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়া দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মসজিদ না থাকায় শিক্ষার্থীরা নামাজ আদায় করতে পারে না।

অনেক সময় দেখা যায়, স্কুল-কলেজ ভবনের কোন একটি কক্ষে নামেমাত্র 'নামাজের কক্ষ' স্থাপন করা হয়। আবার এও লক্ষ্য করা যায় যে, যেসব প্রতিষ্ঠানে মসজিদ আছে সেগুলোও সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ বা মেরামতের অভাবে নামাজের অনুপযোগী স্থান বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। শিক্ষার সঙ্গে ধর্মের যে একাত্মতা তা সমুজ্জল রাখার জন্য প্রতিটি শিক্ষাঙ্গনে মসজিদ নির্মাণ করা একান্ত প্রয়োজন।

উল্লেখ্য যে, প্রতি বছর ধর্ম মন্ত্রণালয় মসজিদ, মন্দির ও বিভিন্ন উপাসনালয় সংস্কারের জন্য লাখ লাখ টাকা বরাদ্দ করে থাকেন। সংশ্লিষ্ট স্কুল-কলেজ কর্তৃপক্ষ সচেতন হলে এসব অনুদানের টাকা নিশ্চয়ই তারা পেতে পারেন।

শিক্ষাঙ্গনে বিদ্যার্জনের পাশাপাশি সৎ নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠার জন্য নামাজের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ অনুযায়ী বিদ্যালাভ এবং তার পাশাপাশি ধর্মের আদেশ-নিষেধ মেনে চলা ছাত্র জীবনের অন্যতম প্রধান ব্রত হওয়া উচিত।

—ইকবাল বাহার সিদ্দিকী